পথে হল দেখা
শ্রীলেখা মুভিটোনের
নিবেদন

জে. এন. সিনহা প্রযোজিত

শ্রীলেখা মুভিটোনের নিবেদন

পথে হল দেখা

পরিচালনাঃ শচীন অধিকারী

সুর ঃ ভি. বালসারা

—ঃ পরিবেশনাঃ—

এস. সি. ফিল্মস

৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা—১২

কাহিনী :- জ্যোতির্ময় রায়। চিত্রনাট্য :- বিধায়ক ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণ নিমাই রায়। সম্পাদনায় :- মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়। শিল্পী নির্দ্দেশক :- গৌর পোদ্দার। গীতিকার :- গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ও মণ্টু সরকার।

শব্দ গ্রহণ . জে, ডি, ইরাণী ও বাণী দত্ত। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ যোজনা শ্যাম সুন্দর ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : বিনয় দাস। পটশিল্প : কবি দাসগুপ্ত। রূপসজ্জা : দুর্গা চ্যাটার্জী, গৌরদাস ; স্থিরচিত্র : ফটো আর্টস। যন্ত্র সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা।

প্রচার : ধীরেন মল্লিক।

সহকারিগণ :

পরিচালনা : বিকাশ মুখোপাধ্যায়, অর্চ্চনা চক্রবর্তী, সুজিত গুহ। সঙ্গীত : রবীন সরকার শিল্পনির্দেশ : সত্যেন বসু। সম্পাদনায় : অশোক ঘোষ ও শিশির দে। চিত্র গ্রহণ : অনিল ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : জয়দেব ও যোগেশ। আলোক সম্পাত : সুধীর, হরেন, দুখী, অবনী, শান্তি। শব্দ গ্রহণ : সিদ্ধিনাগ।

প্রচারে : অজিত গোস্বামী।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও আর, সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ.-এ পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন :

অশোক সেন (আর্য্য সজ্ঞ), এম, পি, এন, নায়ার।

প্রফুল্ল কুমার বসু, দি আরমারী, কোয়ালিটি

অরুণ ঘোষ, শচীন ঘোষ ও পরিতোষ রায়

অনুসূয়া বিদূষী শিক্ষিতা সুগায়িকা ও প্রাণ চঞ্চল। এহেন নুসূয়ার সামন্য শরীর খারাপ। মেজর কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী স্ত্রী-রা হওয়া অবধি কন্যাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি, কখনও দিও বাড়ীতে আছেন অনুসূয়ার পিসিমা! অনুসূয়ার শরীর খারাপ, ্যস্ত সমস্ত পিতা কল দিলেন ডাঃ বিরূপাক্ষকে। মিলিটারীডাঃ হিসাবে বরূপাক্ষের সুখ্যাতি ছিল কিন্তু সাধারণ চিকিৎসক হিসাবে হাতুড়ে নঃসন্দেহেই। মেজরের আদেশে চিকিৎসা সুরু হলেই ঐ হাতুড়েকে দয়েই অনুসূয়ার উপর। রোগ কি ধরতে পারে না কিন্তু বিধি নিষেধ ঔষধ ও পথ্যর তালিকা বিরূপাক্ষ সমানে চালিয়ে যায়। অনুসূয়াও হাঁপিয়ে ওঠে চিকিৎসার তদারকীতে। হঠাৎ একদিন দু'টি নার্স নিয়ে ডাঃ বিরূপাক্ষ বাড়ীতে ঢুকল। ওদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য নিল পিসিমার। পিসিমা একরকম ঝেঁটিয়েই বিদায় করবেন তাদের।

বিরূপাক্ষ কিন্তু পেছপাও নয়। দিন রাত সে তদারকী করে চলে অরুসূয়ার ব্যাধির। আর কিছু না হোক মেজরের রাইফেলের ভয়ে তো নিশ্চয়ই। অনুসূয়া একদিন একটু ফাঁকা পেয়েছে। অমনি বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়। আইসক্রিম দেখে লোভ লাগে

যেই কিনে মুখে দিতে যাবে দেখে বিরূপাক্ষকে। ফেলে দেয় আইসক্রিম। ছুটে পলাতে গিয়ে সামনা সামনি ধাক্কা লাগে—এক অপরিচিতের গায়ে। তার পর চকিতে মিলিয়ে যায় অনুসূয়া। বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করেন ছেলেটিকে কোনও মেয়েকে যেতে দেখেছেন এই পথে? উত্তর আসে একটা কেন অনেক মেয়েকেই দেখেছি।

আত্মরক্ষা করে কি অনুসূয়া ডাঃ বিরূপাক্ষের হাত থেকে রেহাই পেল?

অথবা ধাক্কা লাগা ছেলেটির আকর্ষণে কি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল?

আর আকৃষ্ট হলেই বা তাতে কার কতটুকু লাভবান হবে?

এতো জীবন তৃষ্ণা মিটবে তো?

না শুধুই পথে হল দেখা।

পর্দায় এর জবাব দেবে।

ভূমিকায়

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণকুমার

সবিতা চট্টোপাধ্যায়

জহর রায়

বিপিন গুপ্ত, শ্যামলাহা, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, রেণুকা রায়, অমর বিশ্বাস, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত মুখো: অশোক বন্দ্যো, বিশ্বজিৎ বসু, শতঞ্জীব বন্দ্যো, ধীরজ মুখো:, মিণ্টু, চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ, শৈলেন, নৃপতি, অমুদত্ত, বীরেশ্বর মিত্র, মায়া হালদার, সুধাময়, গৌতম, ল্যাসি, বেগম ও নবাগত অজিত পাত্র।

কণ্ঠ সঙ্গীতে :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ইলা বসু।

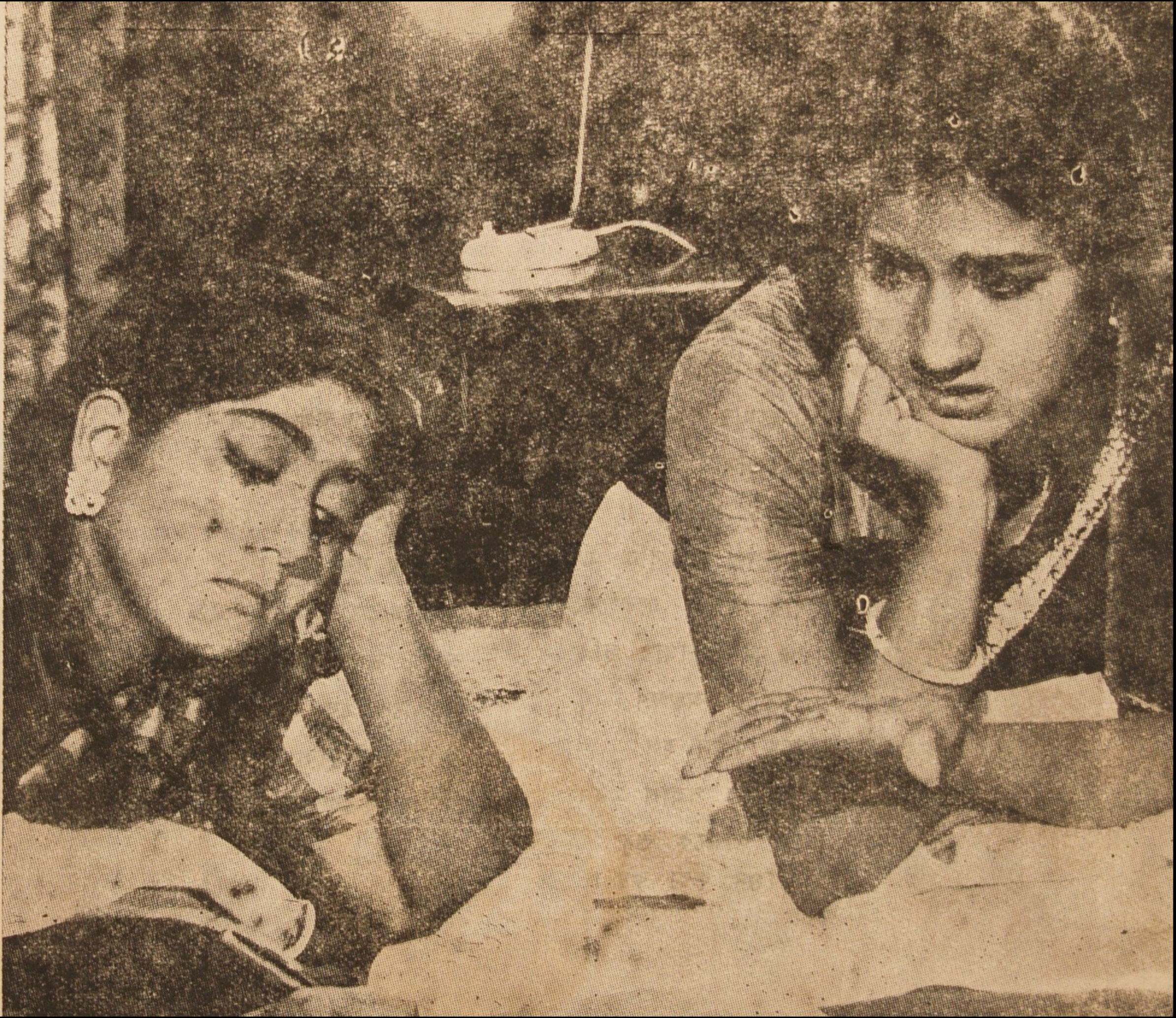

(১)

বলতে পারো এমন কেন হয়
কোন কিছুই হয় না বলা,
মনেই শুধু রয়।
কত মধুর স্বপ্ন আঁকি
তোমায় ঘিরে ঘিরে
লাজে আমার মুখটি ফেরাই
তোমায় পেয়ে ফিরে ।
জানি শুধু তোমার সাথে
একটু পরিচয় ॥
হারিয়ে যাওয়ার লগ্ন বুঝি এল
হিয়ায় খুশীর হাওয়া এলোমেলো ॥
তাইতো এ মন তোমার ছবি
আঁকে অনুক্ষণ
এ কোন রঙে রঙীন হল
আমার পলাশ মন।
দিকে দিকে আজকে শুধু
ফাগুন কথা কয় ॥

(২)

চলো চলো মোরা চলে যাই সেই দেশে
যেথা ফুলে ফুলে শুধু গুঞ্জন,
যেথা কানে কানে যেন বলে কথা
রূপকথা ভরা দু'টি মন ॥
সেখানে তো তুমি তার আমি
দোঁহে যে দোঁহে অনুগামী
যদি মাটিতে স্বর্গ আসে নামি
আপনারে ভুলে গিয়ে
জানি মোরা খুলে দেব
পৃথিবীর সব বন্ধন ॥
সেখানে তো রামধনু ওঠে
আমি ভারি হাসি দেখি তব ঠোঁটে
আকাশে যে তার ফুল ফোটে
আমি সেই ফুলে মালা গেঁথে পরাব তোমায়
সেই হ'বে মোদের মিলন ॥

যে কথা কলির কানে বলে অলি
সে কথা তোমায় আমি
কেমন করে বলি বল।
বুঝে নাও তোমার কথায়
মুখের কথায় নয়ত
অলির ঐ কথা গুলো
আমার কথাই হয়ত।
সেকথায় আমার মতই
লজ্জা যেন পায়গো কলি।
সে কথার হয়না শুরু
নাই যেন গো শেষ তার
সে কথা আগেই যদি বলি
নাই গো মনে রেশ তার
সে কথা মনের মাঝে
দেব না হয় জলাঞ্জলি॥

এত হাসি হাসি মুখ
এত খুশী খুশী মন
মনে পড়ে না তো আগে
দেখেছি কখন।

এমনি মিঠেল হাওয়ায়
এমনি সবুজ ছাওয়ায়
এঁকেছে তো বহু ছবি
আঁকেনি এমন॥

কতনা রূপালী দিন
কতনা সোনালী সন্ধ্যা
এ জীবনে এসেছে

এমন করে দেখিনিতো কেউ
পরান খুলে হেসেছে॥
কতনা ফুলের গন্ধ
এনেছে মিষ্টি ছন্দ
তবু যেন আসেনি তো
এমনি এ লগন॥

শান্তি চ্যাটার্জীর পৃষ্ঠপোষকতায়•এস.সি.ফিল্মসের পরিবেশনায়
রবীন ঘোষালের সৌজন্যে
মণিকা মুভিটোনের
সশ্রদ্ধ নিবেদন ~

শরৎচন্দ্রের

আলো ও ছায়া

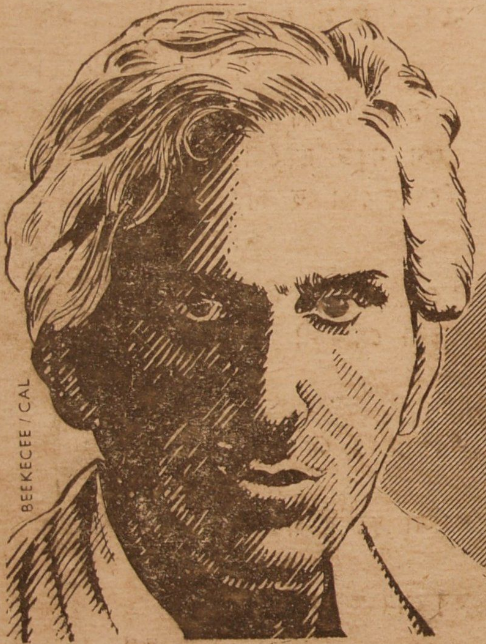
BEEKECEE / CAL

পরিচালনা
প্রভাত চক্রবর্তী

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে দ্রুতগঠন পথে !

এস. সি. ফিল্মস্ এর প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও মায়া মুদ্রণী হইতে মুদ্রিত।